

আমিযদি ষাটের কবি হতাম

আমি যদি ষাটের কবি হতাম

গুটিকয়েক মেয়ের মধ্যে আমি একজন,
সবুজপাড়ের ধূসর শাঢ়ি - লিপস্টিকহীন ঠাঁটেরডগায়
মাঝে মাঝেই সিগারেটের ছেঁয়া লাগতো।
কফি হাউসে তর্ক চলতো -- সাতটি ছেলে একটি মেয়ে,
ভাবা যায় না--- আমি যদি ষাটের কবি হতাম
আমায় সবাই চিনতো একটা ডাকেই।
আমি তখন কত কী যে লিখতাম তা ভেবেও
শেষ করা যায় না।

আমেরিকান সভ্যতাকে বাঁটা মারতাম --- মহিলাদেরঅধিকারের
দাবির হিসেব--- ফেটে পড়তো আমার পেনের নিবে।
বুদ্ধিবাবু, বিষ্ণবাবু দুজনেই খুব জ্ঞেহ করতেন।
সাগরদা বা সন্তোষদা লেখা চাইতেন--
আমি লিখতাম গন্ধির সব নারীবাদের তত্ত্বকথা
আমার প্রেমের লাইনগুলো সাহসী আর সংস্কৃতভাষার
মতো গভীর নিদাঘ।

সুনীল কিংবা তারাপদ আমার লেখা লাইন - টাইন
মনে রাখতো সংগোপনে।

শঙ্খ'র কী লজ্জা তখনপ্রেমে পড়ার মতন হাসি।

আমি যদি ষাটেরকবি হতাম
আমার কত প্রেমিক থাক তো---বয়ফ্রেন্ডনয়---
সত্য প্রেমিক--- তাদের মধ্যে একজনকেই বিয়েকরতাম
বাড়ির লোকের ঘোর অমতে--- চালচুলোহীন কবি
কিংবা অগ্নিগত রাজনীতিকের সঙ্গে আমার
সংসার হতো।

কলেজস্ট্রিটে দাঁড়িয়ে আছি হঠাৎ গুলি----

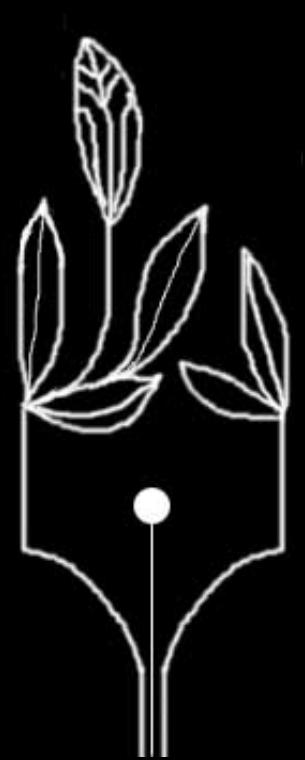
তিয়ার গ্যাসে চক্ষে যেন জুলা ধরতো---

বাস পুড়তো--- আগুন-দহন-ক্ষিপ্ত দশক---

জরি দিন--- রত্নাভ রাত---

আমার অঁচল বিকেল বেলার বাতাস পেয়ে
দুলে উঠতো। আমি যদি ষাটের কবি হতাম---

অশাস্ত সেই কলকাতাকেও মাঝে মধ্যে ছেড়ে যেতাম
মধুপুরে কিংবা রাঁচি---সাদা কালোর ফিলমে তখন
দীপক কিংবা শরৎ আমার ছবি তুললো
ডায়ারি খুলে হিসেব-টিসেব লিখে রাখতো উৎপলটা।



লম্বা বেণীর গোড়ায় কোনো ফুল গুঁজতাম---
কালো ফ্রেমের ভাষণ ভারি চশমা এবং জর্জেটের এক
মেন শাড়ি জড়িয়ে আমি রাঁচির পথে ঘুরে বেড়াতাম
আমি যদি যাটের কবি হতাম
শত্রিকে খুব ধরক দিতাম---
আমার চাটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়তো পথমধ্যে---
মা বেমা ঝেই সেপাটিপিনের দ্বারস্থ সেই
যাটের ছবি --- যাটের বাতাস--- কী ঘোর বাতাস---
সত্যিকারের অশাস্ত্র সেই বরানগর---কলেজস্ট্রি টের
নিথর যুবক--- সত্যিকারের আঁখির পাতায়---
অবাধ্যতার ধারাভাষ্য--- সত্যিকারের অঙ্গ এবং
বসন্তকাল---- বাদ এবং সন্ধেবেলায় মাধবীলতার
গন্ধ যেন ভেসে আসতো---
আমি যদি যাটের কবি হতাম...

বীথিচট্টে পাধ্যায়

সৃষ্টিসংহান

Phone: 98302 43310

email: editor@srishtisandhan.com